চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রাম- ২৭ মার্চ ২০১৭ খ্রি সোমবার

সিটি গভর্নেন্স প্রকল্পের আওতায় জাইকা'র অর্থায়নে নগরীর এয়ারপোর্ট রোডে নির্মাণাধীন ৩ টি ব্রিজের নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সিটি গভর্নেন্স প্রকল্পের আওতায় জাইকা'র অর্থায়নে নগরীর এয়াপোর্ট রোডে নির্মাণাধীন ৭ নং জেটি এলাকার রুবি সিমেন্ট এর সাইডের ব্রিজ, ৯ নং গুপ্তখাল ব্রিজ এবং ১৫ নং ঘাট ব্রিজ এর নির্মাণকাজ ২৭ মার্চ ২০১৭ খ্রি. সোমবার দুপুরে সরেজমিনে পরিদর্শন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন।উল্লেখ্য যে, ২০১৩-১৪ অর্থ বছর থেকে উল্লেখিত ব্রিজগুলি নির্মাণ করার বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা হলেও নানা জটিলতায় চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়। ৭ নং জেটি এলাকার ব্রিজটি প্রায় ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ৯নং গুপ্তখাল ব্রিজটি প্রায় ১ কোটি ৮৫ লাখ টাকা এবং ১৫ নং খালটি প্রায় ৫ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে। উল্লেখিত ৩ টি প্রকল্প বাস্তবায়নে ৩ জন তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ৩ জন নির্বাহী প্রকৌশলী, ৩ জন সহকারী প্রকৌশলী এবং ৩ জন উপ সহকারী প্রকৌশলী দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। আশা করা যাচ্ছে চলতি অর্থ বছরের মধ্যে ব্রিজ ৩ টির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে। উক্ত ৩টি ব্রিজের নির্মাণ কাজে নিয়োজিত ঠিকাদার এস আনন্দ বিকাশ ত্রিপুরা, মেসার্স এয়াকুব এন্ড ব্রাদার্স ও সালেহ কন্সট্রাকশন। আজ মেয়র সরেজমিনে পরিদর্শন করে গুনগতমান সঠিক রেখে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নির্মান কাজ সমাপ্ত করে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করার নির্দেশ প্রদান করেন। এসময় স্থানীয় কাউন্সিলর সালেহ আহমদ চৌধুরী, তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. রফিকুল ইসলাম, আনোয়ার হোছাইন, আবু সালেহ, নির্বাহী প্রকৌশলী নুর সোলেমান, বিপ্লব দাশ, অসীম বড়–য়া সহ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাবৃন্দ এবং চসিক এর অন্যান্য প্রকৌশলীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম- ২৭ মার্চ ২০১৭ খ্রি সোমবার

সু-শিক্ষিত নাগরিক ছাড়া দেশের উন্নয়নে সুফল লাভ করা যাবে না-মেয়র
পতেঙ্গা সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজে নবীন বরণ ও বিদায় এবং বার্ষিক পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেছেন, জ্ঞানের ভান্ডারকে সৃমদ্ধ করে বিশ্ব জয় করার ভিশন থাকতে হবে। তিনি বলেন, বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পথ যতই বন্ধুর হোক না কেন অতিক্রম করার দৃঢ়তা থাকলে কঠিনকে জয় করা যায়। মেয়র বলেন, সার্টিফিকেট নির্ভর শিক্ষা বাস্তব জীবনে কাজে আসে না। বাস্তব জ্ঞান নির্ভর শিক্ষায় শিক্ষিত হলে জ্ঞানের আলো দ্বারা সবকিছু জয় করা যায়। মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, পতেঙ্গা সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজ এর জন্য ২ টি ভবন নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে আগামী অর্থ বছরে জাইকার অর্থায়নে আরও ১ টি ভবন নির্মাণ করা হবে। পতেঙ্গাবাসীর জন্য জায়গা প্রাপ্তি সাপেক্ষে নতুন একটি কলেজ এবং মাতৃসদন নির্মাণ এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। ২৭ মার্চ ২০১৭ খ্রি. সোমবার সকালে কে স্কয়ার-২ কমিউনিটি সেন্টারে পতেঙ্গা সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজের নবীন বরণ ও বিদায় এবং বার্ষিক পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষনে মেয়র এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও ২৪ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর নাজমুল হক ডিউক। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা মিসেস নাজিয়া শিরিন, ৪০ নং ওয়ার্ড

কাউন্সিলর মো. জয়নাল আবদীন, ৪১ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ছালেহ আহমদ চৌধুরী, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর শাহানুর বেগম ও কলেজ পরিচালনা কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার আ ফ ম ইসহাক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অত্র কলেজের অধ্যক্ষ ইসমত আরা বেগম। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সৈকত দাশ। প্রভাষক সুলতানা রাজিয়া ও শহীদ হাসান ফুয়াদ এর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামীলীগের সদস্য কামরুল হাসান বুলু, বেলাল আহমেদ, সাবেক কমিশনার আবদুল বারেক, কলেজ পরিচালনা কমিটির সদস্য সাবেক চেয়ারম্যান জাকির আহমদ, মোজাহেরুল ইসলাম, পতেঙ্গা সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যলয়ের প্রধান শিক্ষক মিলন আচার্য ও স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা শাহাদাত হাসান এবং চসিক জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আবদুর রহিম সহ অন্যরা। পরে মেয়র শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করেন। প্রধান অতিথির ভাষনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, কোন ধরনের ট্যাক্স ছাড়া চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন শিক্ষা খাতে বছরে প্রায় ৪৩ কোটি টাকা ভর্তুকী দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রেখেছে। যুগোপযুগি শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষে ইতোমধ্যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। মেয়র বলেন, সু-শিক্ষিত নাগরিক ছাড়া দেশের উন্নয়নে সুফল লাভ করা যাবে না। সেজন্য আলোকিত মানুষের প্রয়োজন। আলোকিত মানুষগুলো কর্মক্ষেত্রে এবং বাস্তব জীবনে সৎ ও নিষ্ঠাবান হলে এবং দূর্নীতিকে ঘৃণা করলে শিক্ষার সফলতা আসবে। মেয়র শিক্ষকদের পাঠদানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আন্তরিক এবং শিক্ষার্থীদের নীতি নৈতিকতার বিষয়গুলো শিক্ষা দেয়ার আহবান জানান।

চট্টগ্রাম- ২৭ মার্চ ২০১৭ খ্রি সোমবার

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে
৪৭ তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্যাপিত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে ৪৭ তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস দিনব্যাপি কর্মসূচির মধ্যদিয়ে উদ্যাপিত হয়। দিবসের কর্মসূচিতে ছিল নগর ভবনের বঙ্গবন্ধু চত্বরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতির পিতা'র প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য দান, স্কুল-কলেজের গাইড, স্কাউট, রোভার, রেঞ্জার, কাব এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কুচকাওয়াজ, ডিসপ্লে ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। নগরীর বাকলিয়া সিটি কর্পোরেশন স্টেডিয়ামে কুচকাওয়াজ, ডিসপ্লে ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন নগর ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পন করে দিবসের কর্মসূচি সূচনা করেন। এ ছাড়াও তিনি প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে স্বাধীনতার শহীদদের স্মৃতির প্রতি পুষ্পমাল্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সকাল ৯ টায় বাকলিয়া স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত স্কুল-কলেজের গাইড, স্কাউট, রোভার, রেঞ্জার, কাব এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহন করেন মেয়র। তিনি দিনব্যাপি কুচকাওয়াজ, ডিসপ্লে কর্মসূচির শুরুতে ফেষ্টুন, বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। পরে বাকলিয়া খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লেতে অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি নাজমুল হক ডিউক। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। অনুষ্ঠানে ৩৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর হাজী মো. নুরুল হক, ১৮ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো. হারুন উর রশিদ, ৩৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর হাসান মুরাদ বিপ্লব, ১৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ইয়াছিন চৌধুরী আশু, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর মিসেস ফারজানা পারভিন, আবিদা আজাদ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবুল হোসেন,প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ড. মুস্তাফিজুর রহমান, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা মিসেস নাজিয়া শিরিন, প্রধান প্রকৌশলী লে. কর্ণেল মহিউদ্দিন আহমদ, মেয়রের একান্ত সচিব মোহাম্মদ মঞ্জুরুল ইসলাম, নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মিসেস সনজিদা শরমিন ও যুথিকা সরকার, উপসচিব

আশেক রসুল চৌধুরী টিপুসহ জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আবদুর রহিম, শিক্ষা কর্মকর্তা মো. সাইফুর রহমান, কলেজের অধ্যক্ষ, স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।
পুরস্কার বিতরণ এবং স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের কর্মসূচি শুভ উদ্বোধনকালে সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বলিয়ান হয়ে নতুন প্রজন্মকে আলোকিত মানুষ হতে হবে। আগামীর বাংলাদেশের নিরাপদ ও সমৃদ্ধির জন্য বর্তমান প্রজন্মকেই দায়িত্ব নিতে হবে। মেয়র শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় মনোনিবেশ করে উন্নত ফলাফল ও মানসম্মত শিক্ষা অর্জন করতে পরামর্শ দেন। প্রসঙ্গক্রমে মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, দীর্ঘ পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনের দিবস ১৯৭১ সনের ২৬ মার্চ। ৩০ লক্ষ প্রাণের বলিদান এবং প্রায় ২ লক্ষাধিক নারীর ইজ্জত সম্ভ্রম উৎসর্গ এবং ১ কোটি মানুষের সর্বস্ব ত্যাগের বিনিময়ে আমাদের স্বাধীনতা। মেয়র বলেন, সকল ভেদাভেদ ভুলে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারন করে ঐক্যবদ্ধভাবে অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত এবং সুখি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। পরে মেয়র কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লেতে অংশ নিয়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের নিকট পুরস্কার তুলে দেন

চট্টগ্রাম- ২৭ মার্চ ২০১৭ খ্রি সোমবার

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের স্বাধীনতা স্মারক সম্মাননা পদক ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি, বিভক্তি ও বিভাজন মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্থ করা হয়েছে।

৪৭তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নগরীর ১০ জন বিশিষ্ট নাগরিক ও গুনী ব্যক্তিকে স্বাধীনতা স্মারক সম্মাননা পদক প্রদান করে। ২৬ মার্চ ২০১৭খ্রি. রবিবার, বিকেলে নগরীর থিয়েটার ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে মুক্তিযুদ্ধে মোখতার আহমদ (মরনোত্তর), স্বাধীনতা আন্দোলনে ভূপতি ভূষন চৌধুরী (মানিক চৌধুরী মরনোত্তর), সাংবাদিকতায় আতাউল হাকিম, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ওস্তাদ নীরদ বরণ বড়–য়া (মরনোত্তর), চিকিৎসায় ডা. ফজলুল আমীন (মরনোত্তর), শিক্ষায় বেগম হাসিনা জাকারিয়া, শিশু চিকিৎসায় ডা. প্রণব কুমার চৌধুরী, নারী জাগরনে বেগম রুনু সিদ্দিকি (মরনোত্তর), সমাজ সেবায় সাফিয়া গাজী রহমান ও ক্রীড়ায় মোজাম্মেল হক কে স্বাধীনতা স্মারক সম্মাননা পদক তুলে দেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। মরনোত্তরদের পক্ষে স্বাধীনতা সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন মোখতার আহমদ এর পক্ষে তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ আল মামুন, মানিক চৌধুরীর পক্ষে তার ছেলে দিপঙ্কর চৌধুরী কাজল, ওস্তাদ নীরদ বরণ বড়–য়ার পক্ষে তার কন্যা ফাল্গুনী বড়–য়া, ডা. ফজল আমীন এর পক্ষে তার ছেলে ডা. আরিফুল আমীন এবং বেগম রুনু সিদ্দিকীর পক্ষে তার মেয়ে শবনব সিদ্দিকী। স্বাধীনতা পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ২৪নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি নাজমুল হক ডিউক। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবুল হোসেন ও চট্টগ্রাম প্রসেক্লাব সভাপতি মো. কলমি সরওয়ার।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্যানেল মেয়র চৌধুরী হাসান মাহমুদ হাসনী, কাউন্সিলর সালেহ আহমদ চৌধুরী, হাসান মুরাদ বিপ্লব, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর মিসেস আবিদা আজাদ, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ড. মুস্তাফিজুর রহমান, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা মিসেস নাজিয়া শিরিন,নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সনজিদা শরমিন, যুথিকা সরকার, উপসচিব আশেক রসুল চৌধুরী টিপু। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনায় ছিলেন প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মো. মঞ্জুরুল ইসলাম ও জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আবদুর রহিম। পদকপ্রাপ্তদের মধ্যে অনুভূতি ব্যক্ত করেনমোখতার আহমদ এর পক্ষে তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ আল মামুন, মানিক চৌধুরীর পক্ষে তার ছেলে দিপঙ্কর চৌধুরী কাজল, ওস্তাদ নীরদ বরণ বড়–য়ার পক্ষে

তার কন্যা ফাল্গুনী বড়–য়া, ডা. ফজল আমীন এর পক্ষে তার ছেলে ডা. আরিফুল আমীন এবং বেগম রুনু সিদ্দিকীর পক্ষে তার মেয়ে শবনব সিদ্দিকী এবং আতাউল হাকিম, প্রফেসর হাসিনা জাকারিয়া ডা. প্রণব কুমার চৌধুরী, মিসেস সাফিয়া গাজী রহমান এবং মোজাম্মেল হক। পদক প্রদান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, গুনীদের মূল্যায়ন এবং মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মর্যাদা সমুন্নত রাখতেই এ পদক প্রদান কর্মসূচি। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম স্বাধীনতা সংগ্রামের সুতিকার। মহান মুক্তিযুদ্ধ চট্টগ্রাম থেকে শুরু হয় এবং জাতির জনকের পক্ষে চট্টগ্রাম থেকে স্বাধীনতার ঘোষনা করেন জননেতা এম এ হান্নান। চট্টগ্রাম ব্রিটিশ ও পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনের তীর্থস্থান এবং গনতন্ত্র ও অধিকার আদায়ের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। জনাব আ জ ম নাছির উদ্দীন এ প্রসঙ্গে বলেন, স্বাধীনতার পর ৪৬ বছর একটি দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু এসময়ে যেটুকু অর্জণ করার প্রয়োজন ছিল তা আমরা পারিনি। অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি, বিভক্তি ও বিভাজন মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্থ করা হয়েছে। জাতীয় স্বার্থে পরচর্চা, পরনিন্দা এবং পরের সমালোচনা পরিহার করে আত্ম সমালোচনায় অভ্যস্ত হলে দেশ সঠিক পথে পরিচালিত হবে। আমাদের সকলকে সত্য বলা, সাদাকে সাদা বলা,কালোকে কালো বলা এবং মন্দকে মন্দ হিসেবে আখ্যায়িত করার মানষিকতা অর্জন করতে হবে। তাহলেই কাংখিত উন্নয়ন ও অগ্রগতি সম্ভব হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ধীরে ধীরে উন্নতি ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়ন ও অগ্রগতির চাকাকে স্তব্দ করতে ১৯৭১ সনের পরাজিত অপশক্তি অপতৎপরতায় এবং ষড়যন্তে লিপ্ত। মেয়র বলেন, চরমপন্থী, জঙ্গী ও সন্ত্রাসীরা বিদ্যমান শান্তি ও স্থিতিশীলতা নসাৎ করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত তাদেরকে প্রতিহত করতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। তিনি চট্টগ্রামকে নিরাপদ, স্থিতিশীল, ক্লিন, গ্রিন ও স্মার্ট সিটিতে পরিনত করার কর্মপরিকল্পনায় গুনী ও বিশিষ্ট জনদের সহযোগিতা কামনা করেন। পরে রচনা, সাধারণ নৃত্য, দেশের গান, উপস্থিত বক্তৃতা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ৪৮ জনের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন।

চট্টগ্রাম– ২৭ মার্চ ২০১৭ খ্রি.

নাগরিকদের উপর হোল্ডিং ট্যাক্স আরোপিত করার কোন অধিকার চসিকের নেই-- মেয়র
৩৩ নং ফিরিঙ্গী বাজার ওয়ার্ডে প্রায় ৫ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ ও ডিজিটাল সেন্টার উদ্বোধন এবং স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রদত্ত ২৪টি সেলাই মেশিন বিতরন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেছেন, সিটি কর্পোরেশনের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার হীন উদ্দেশ্যে একটি মহল অপপ্রচার ও মিথ্যাচারে লিপ্ত। তিনি বলেন, ১৯৮৪ সাল থেকে ধার্য্যকৃত হোল্ডিং ট্যাক্স বিধি মোতাবেক পুন:মূল্যায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। সরকারের বিধিবদ্ধ আইন ধারা সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত হয়। নাগরিকদের উপর হোল্ডিং ট্যাক্স আরোপিত করার কোন অধিকার চসিক মেয়রের নেই। সাধারণ মানুষের উপর অযোক্তিক ও বেআইনী পরের বোঝা ছাপিয়ে দেয়ার কোন ইচ্ছা বা আগ্রহ কোনটাই তার নেই। মেয়র বলেন, বিগত মেয়রের আমলে পুন:মূল্যায়িত ১৪ হাজার হোল্ডারের আপিল নিষ্পত্তিও বর্তমানে করতে হচ্ছে। যা দুঃখ জনক ও অনাকাংখিত। মেয়র বলেন, ৩৩নং ফিরিঙ্গীবাজার ওয়ার্ডে চলতি অর্থ বছরে প্রায় ১০ কোটি টাকারও বেশি উন্নয়ন কাজ হবে। নগরীর অলি গলি কোন সড়ক উন্নয়নের ছোয়া থেকে বাদ যাবে না। আগামী ৩ বছরের মধ্যে শতভাগ আলোকায়ন, উন্নয়ন ও উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে। বিশ্ব মানের নগরী হবে চট্টগ্রাম। আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, টেকসই, মানসম্মত উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। স্থায়ী ও অস্থায়ী সকল শ্রমিক ও নাগরিকের সহযোগিতায় ১ এপ্রিল থেকে নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে বিকেল ৩ টা থেকে রাত ১১ টার মধ্যে ডোর টু ডোর বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারন

কর্মসূচি চলবে। এ কাজের জন্য ইতিমধ্যে প্রায় ১ হাজার সেবক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সুসম উন্নয়ন একমাত্র তার লক্ষ্য। মেয়র ৩৩ নং ফিরিঙ্গী বাজার ওয়ার্ডকে একটি মডেল ওয়ার্ড হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, এ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হাসান মুরাদ বিপ্লব আন্তরিকতার সাথে নাগরিকদের শতভাগ সেবা দেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ ওয়ার্ডের হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নের জন্য মহিলাদের মাঝে নিজ অর্থায়নে সেলাই মেশিন প্রদান করছে। যা অনুকরনীয় ও অনুসরনীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে। ২৫ মার্চ ২০১৭ খ্রি. শনিবার সকাল থেকে ফিরিঙ্গীবাজার ওয়ার্ডস্থ জাকির হোসেন হোমিওমেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল মাঠে ৩৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর হাসান মুরাদ বিপ্লবের আয়োজনে উন্নয়ন কাজের ফলক উন্মোচন,ওয়ার্ড কার্যালয়ে ডিজিটাল সেন্টার উদ্বোধন এবং গরীব মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন হস্তান্তর উপলক্ষে অনুষ্ঠিত নাগরিক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র এ সব কথা তুলে ধরেন। নাগরিক সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ৩৩নং ফিরিঙ্গীবাজার ওয়ার্ড কাউন্সিলর হাসান মুরাদ বিপ্লব। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর লুৎফুনেছা দোভাষ বেবী, ২১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর শৈবাল দাশ সুমন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, প্রধান প্রকৌশলী লে.কর্ণেল মহিউদ্দিন আহমেদ। নাগরিক সমাবেশে নাগরিকদের প্রতিনিধি ২২ মহল্লা সদ্দার কমিটির সাধারণ সম্পাদক মকসুদ আহমদ সদ্দার, ৩৩নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. রফিকুল হোসেন বাচ্চু, ৩৩নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আখতার খান, সমাজসেবক প্রফেসর সেলিম জাহাঙ্গীর, শিক্ষক শাহাদাত হোসেন সহ অন্যরা বক্তব্য রাখেন। নাগরিক সমাবেশে ৩৩নং ফিরিঙ্গীবাজার ওয়ার্ডের যাবতীয় কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন পাওয়ার পয়েন্টে বড় পর্দায় তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি ওয়ার্ড কাউন্সিলর হাসান মুরাদ বিপ্লব বিগত সময়ের যাবতীয় কার্যক্রমের ফিরিস্তি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আইন শৃংখলার সুবিধার্থে সিসি ক্যামেরা স্থাপন, রাতের বেলায় বর্জ্য অপসারন, ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন, প্রায় ৫ কোটি টাকার উন্নয়ন কার্যক্রম, গ্রিন ওর্য়াডের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিউটিফিকেশন কর্মসূচি বাস্তবায়ন সহ চলমান অর্থ বছরের জন্য প্রায় ১০ কোটি টাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, গরীব শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি, মাদকস্তু ওয়ার্ড, গরীব শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা সামগ্রী বিতরন, বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধি ভাতা, দুগ্ধ মাতা ভাতা নিয়মিত প্রদান সহ আলোকিত ওয়ার্ড হিসিবে ফিরিঙ্গীবাজার ওয়ার্ডকে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলমান আছে। তিনি বলেন, নাগরিকদের অসম্মান হয় এ ধরনের কোন কাছ তিনি করবেন না। কাউন্সিলর তাঁর মেয়াদে যাবতীয় সেবা কার্যক্রমে ওয়ার্ডে বসবাসরত সকল নাগরিকের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। অনুষ্ঠান শেষে ২৪জন মহিলার হাতে ষ্টেন সহ ২৪টি সেলাই মেশিন হস্তান্তর করেন সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। নাগরিক সমাবেশের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত করেন মাওলানা আবদুর রহমান।

সংবাদদাতা
মো. আবদুর রহিম
জনসংযোগ কর্মকর্তা